47

তারিখ 24 APR 1998

পৃষ্ঠা কলাম

দৈনিক সংবাদ

বন্দুকযুদ্ধ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর) ২৪৩ নং ও ৩৩১ নং রুমে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। নিহত পার্থ প্রতিম আচার্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা। বুকের ডান পাশে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি নিহত হন। তিনি দীর্ঘ ৫ বছর আজকের কাগজের সাংবাদিক ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সাপ্তাহিক 'অনন্যা'র স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাং- বাদিকতা বিভাগের মাস্টার্স ও জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র। পার্থের গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানা সদরে। তার বাবা নরেশ চন্দ্র আচার্য দৌলতপুর বিবিসি কলেজের প্রিন্সিপাল। ৩ ভাইয়ের মধ্যে পার্থ ছিলেন সবার বড়। দেড় বছর আগে তিনি বিয়ে করেন। তার স্ত্রী বর্তমানে সন্তানসম্ভবা। গতকাল সন্ধ্যায় তার লাশ গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়। এর আগে ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোঃ নাসিম, নৌ-পরিবহন উপমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল জলিল, মুকুল বোসসহ অনেক নেতা তার লাশ দেখতে ও সমবেদনা জানাতে জগন্নাথ হল ও হাসপাতালে যান।

আহতরা হচ্ছে ঃ ভূগোল বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র জুয়েল। সে মুহসীন হলের ৩১৫ নং রুমের আবাসিক ছাত্র। তার পেটে গুলি লেগেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র সর্দার জাহাঙ্গীর আলম (২৪) কপালে গুলিবিদ্ধ, লোক প্রশাসন বিভাগের ছাত্র পলাশ তালুকদারের কপালে গুলি লেগেছে।

ছাত্রলীগ ঃ গতকাল সন্ধ্যায় মধুর ক্যান্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগ নেতা পার্থ প্রতিম আচার্যকে হত্যা ও আরো ৩ জন ছাত্রকে গুলিবিদ্ধ করার জন্য সরাসরি ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের দায়ী করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি এনামুল হক শামীম। উপস্থিত ছিলেন ইসহাক আলী খান পান্না, আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন, মাহবুবুল হক শাকিল, অজয় কর খোকন, রফিকুল ইসলাম কোতওয়াল, বাহাদুর বেপারি, আবদুল মতিন, গোলাম সারোয়ার টুকু, আবদুল ওয়াদুদ খোকন প্রমুখ। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ এ সময় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও তাদের বিচার দাবি করেন। এছাড়া এ ঘটনার প্রতিবাদে ও ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যুতে কয়েকটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যেমন- আজ শুক্রবার কালোব্যাজ ধারণ ও দলীয় কার্যালয়ে কালোপতাকা উত্তোলন, আগামীকাল শনিবার দেশব্যাপী শোক মিছিল, আগামী রোববার পার্থ প্রতিম আচার্যের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ।

ছাত্রদল ঃ গতকাল সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রদল জানিয়েছে, আগামী রোববারের মধ্যে উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলকে আসতে না দিলে এবং সহাবস্থানের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হলে ছাত্রদল কঠোর কর্মসূচি দেবে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে সংগঠনের সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, তাদের এ দাবি মানা না হলে ঢাকা বিশ্ব- বিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার জন্য যেকোন কঠোর কর্মসূচি দিতেও ছাত্রদল প্রস্তুত। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাবিব-উন নবী সোহেল, সাহাবুদ্দিন লাল্টু, এবিএম মোশাররফ হোসেন, আবদুল খালেক প্রমুখ। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরিবহন চলাচল করতে দেয়া হবে না।

ক্যাম্পাসে গোলাগুলি, হল দখল ও ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দল ও সংগঠন গতকাল প্রতিবাদ জানিয়েছে। এ উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আজকের কাগজ অফিসে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। আজকের কাগজ-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাজী ফারুকুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভায় বার্তা সম্পাদক আবু বকর চৌধুরী, চিফ রিপোর্টার মাহবুব আলম, চিফ সাব এডিটর চৌধুরী আফতাবুল ইসলাম ও গাজী রেজওয়ান মাহমুদ বক্তৃতা করেন। বক্তারা সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত পার্থর সাংবাদিকতা জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং সভায় গৃহীত শোক প্রস্তাবে পার্থর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এ ধরনের মৃত্যু যাতে আর না হয় তার দাবি জানানো হয়। সভায় পার্থর পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

এছাড়া এর প্রতিবাদ জানিয়েছে, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ, জাসদ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় ছাত্র সমাজ, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীসহ বিভিন্ন সংগঠন।

জিল্লুর রহমানের শোক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জিল্লুর রহমান এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পার্থ প্রতিম আচার্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হওয়ায় তীব্র নিন্দা ও গভীর শোক প্রকাশ করেন।